উদাসীনাচার্য্য ভগবান শ্রীচন্দ্রবাবা প্রসঙ্গে

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

ইহা প্রায় ১৩-১৪ বৎসর পূর্বের ঘটনা। অখণ্ড মহাপীঠে একজন পাঞ্জাবী সাধুবাবা (গোয়ালিয়র বাবা) আসিয়াছেন। তিনি মাঝে মাঝেই এই আশ্রমে আসিয়া নিবাস করিতেন। একদিন সেই সাধুবাবা আমায় একটি অতি প্রাচীন এক মহাত্মার ছবি দেখাইয়া বলিলেন যে ওই ছবিখানি প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে একটি বইয়ের পৃষ্ঠা হইতে তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন; এখন এই ছবিখানির পৃষ্ঠা খুব পুরাতন হইয়া যাওয়ায় ছবিখানি নষ্ট হইয়া যাইতেছে। তিনি বহু স্থানে ভাল ভাল অঙ্কন শিল্পীকে দিয়াছিলেন উহাকে একটু ঠিক করিয়া অঙ্কিত করিয়া দিবার জন্য। কিন্তু কেহই ঠিকমত আঁকিয়া দিতে পারে নাই। তাই সাধুবাবা আমায় বলিতেছিলেন যে যদি আমার কোন পরিচিত অঙ্কন শিল্পী থাকে তো তাহাকে দিয়া যদি ছবিখানি অঙ্কিত করা যায়। সাধুবাবা আমায় সেটি হাতে দিলে দেখিলাম যে ছবির তলায় লেখা আছে, 'জগদ্‌গুরু ভগবান শ্রীচন্দ্রজী মহারাজ'। এক অনুপম দিব্য মহাত্মার রূপ দেখিলাম ছবিতে। তারপর এই মহাত্মা সম্বন্ধে অনেক কথা হইলে জানিতে পারিলাম যে ইনি শ্রীগুরুনানক দেবের পুত্র শ্রীচন্দ্র, উদাসী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ইহা শ্রুত হইয়া শ্রদ্ধায় মনপ্রাণ ভরিয়া গেল। তখন আমি সাধুবাবাকে বলিলাম, ''বাবা, আমি এই ছবিটি এক্ষুণি ঠিকঠাক করিয়া দিতে পারি যদি আপনি ভরসা করিয়া আমায় অনুমতি দেন।'' সাধুবাবা বলিলেন, ''আচ্ছা মাঈ, আপ বনা দিজীয়ে।'' তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। আমি সেই অতি জরাজীর্ণ ছবিটি নিয়া আমার ঘরে আসিলাম এবং তক্ষুণি 'ভগবৎ কার্য্য শুভস্য শীঘ্রম্' মনে করিয়া কাজ করিতে বসিলাম। ছবির outline প্রায় অস্পষ্ট। ইহা দেখিয়া আমি আমার কালো কালির কলমখানি লইয়া ছবি ঠিক করিতে লাগিলাম 'জয় বাবাজী মহারাজ' বলিয়া মহাবতার বাবাকে স্মরণ করিয়া যখন আঁকিতে শুরু করিলাম তখন হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম যে কলমের নিবের ডগায় একটি শ্বেতশুভ্র জ্যোতির্বিন্দু কলমের সাথে সাথে ছবির outline ধরিয়া চলিতেছে। ইহা লক্ষ্য করিয়াও আমি বিচলিত হই নাই কারণ ঐ রকম জ্যোতির্বিন্দু আমার পুস্তক লিখিবার সময়েও কলমের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া থাকে দেখিয়াছি। অতএব এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা পূর্বেই হইয়াছিল যে উহা গুরুমহাত্মাগণের কৃপা, তাঁহাদের আশীর্বাদ। প্রায় অটল কুম্ভক অবস্থায় ছবিটি হইতে লাগিল এবং ক্রমশঃ মহাত্মার ছবি স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল। এমনভাবে কলম চালাইতে হইতেছিল যাহাতে পৃষ্ঠায় কলমের নিব স্পর্শ না করে; অর্থাৎ, খুবই আলতোভাবে কলম চালাইতে হইতেছিল। সব কিছু ঠিকঠাক করিয়া প্রায় ঘন্টা দুয়েক পরে সাধুবাবাকে গিয়া সেটি দেখাইলে সাধুবাবা চমৎকৃত হইলেন! ছবিখানির ফটো তুলিয়া অনেকগুলি print করিয়া দিতে প্রকাশকে (বর্তমানে আমাদের স্বামী সংবেদানন্দ) বলিলেন। আমি সাধুবাবাকে বলিলাম, ''গুরুমহারাজদের প্রত্যক্ষ আশীষ লাভে এই কর্ম সম্পন্ন হইয়াছে তাই নিশ্চয়ই শ্রীচন্দ্রবাবাও প্রসন্ন হইবেন এবং আপনাকে দর্শন দিবেন।'' আমি আমার বিশ্বাস ও ভক্তিতে নির্ভর করিয়া সাধুবাবাকে একটি কথার কথা বলিয়াছিলাম মাত্র কিন্তু ২৪ ঘন্টার মধ্যেই যে উহা সত্য হইয়া উঠিবে তাহা তখন জানিতাম না।

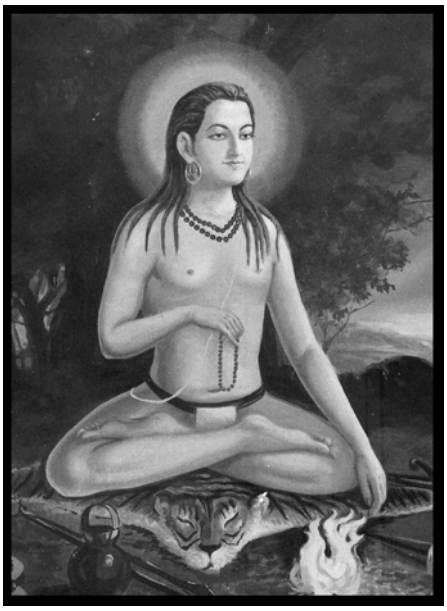

শ্রীচন্দ্রবাবা

পরের দিন দুপুরে সাধুবাবাকে ভোজন করাইতে গেলে সাধুবাবা আমায় বলিলেন, ''মাঈ, গতকাল রাত্রে এক অত্যদ্ভুত দিব্য স্বপ্ন দর্শন হইয়াছে। দেখিলাম আমি প্রয়াগে কুম্ভমেলায় গিয়াছি; সে প্রায় অনেক কাল পূর্বের প্রয়াগ দেখিলাম। সেখানে একটি বড় বটগাছের তলায় একজন জ্যোতির্ময় মহাত্মা বসিয়া রহিয়াছেন আর বহু মানুষ তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছেন। তিনি সৎপ্রসঙ্গ বলিতেছেন; সেই মহাত্মার গাত্রবর্ণ গৌরবর্ণ এবং মাথার চুল স্বর্ণবর্ণের ছিল।

সোনার জটা নামিয়াছে তাঁহার দুই কাঁধ বাহিয়া। আমি তাঁহার কাছে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি আমায় প্রসন্নভাবে আশীর্বাদ প্রদান করিলেন। পার্শ্ব হইতে কে যেন আমায় বলিয়া দিল, ইনিই ভগবান শ্রীচন্দ্র মহারাজ, মহর্ষি মার্কণ্ডেয় সাক্ষাৎ।'' এ কথা বলিয়া সাধুবাবা চুপচাপ ভোজন করিতে লাগিলেন।

সাধুবাবার কথা শুনিয়া মনে অপার অনাবিল আনন্দের হিল্লোল অনুভব করিলাম। মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রসিদ্ধ ঋষি হইলেন 'মার্কণ্ডেয় বা মার্কণ্ড'। তাঁহার মহিমা ত্রিজগৎ বরেণ্য। তবে তো শ্রীচন্দ্রবাবা অবতারকল্প মহাত্মা। তা হবেন নাই বা কেন ভগবৎবেত্তা মহাত্মা শ্রীগুরুনানক দেবের পুত্ররূপে তাঁহারই অনুরোধেই হয়তো সেই পুরাণ প্রসিদ্ধ মহান ঋষি ত্যাগ-যোগের মহিমা ও বৈরাগ-উদাসীন ধর্মমার্গ প্রচার করিতে পুনঃ আবির্ভূত হইলেন। 'উদাসীন' শব্দের অর্থ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে উন্নত চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তি; অতঃ নিরুক্তের রীতি অনুযায়ী 'উদাসী' শব্দের ভাষাগত অর্থ হইল — ঊর্ধ্বম্ + আসীনঃ = উদাসীনঃ; অর্থাৎ, যে আত্মসত্তা পরমাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয় সে সাধারণ মানুষ অপেক্ষা উন্নত মানব শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া সত্যদ্রষ্টা এবং ত্রিকালজ্ঞ হইয়া যায়। কথিত আছে, যখন ভগবান শ্রীশ্রীচন্দ্রাচার্য্য অবতার-দেহ ধারণ করেন তখন তাঁহার অপ্রাকৃত শরীরে ভস্মাদি বিভূতি লাগিয়াছিল! তিনি অতীব সুন্দর গৌরবর্ণ ছিলেন। একটি কর্ণে অদ্বৈত জ্ঞানের প্রতীক স্বরূপ জ্যোতিবিচ্ছুরণকারী সোনার কুণ্ডলও পরিহিত ছিল। ইহা দর্শনে আশেপাশের মানুষজন সবাই বলাবলি করিতেছিল ''যেন সাক্ষাৎ শিবশম্ভো মনে হচ্ছে।''

ভাদ্রশুক্লা নবমী তিথি, ইং ১৪৯৪ সনে পাঞ্জাবের তালবণ্ডী গ্রামে মাতা সুলক্ষণীর পাবন গর্ভ হইতে যখন শ্রীচন্দ্রজীর জন্ম হইল তখন তথাকার বিখ্যাত পণ্ডিত হরিদয়ালু শর্মাজী ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন যে যেমন চন্দ্র রাত্রির অন্ধকার দূর করিয়া থাকে ঠিক তেমনি এই বালকও হিন্দু জাতির ব্যাপ্ত অন্ধকার বিদূরিত করিয়া নিজ দিব্য স্বভাব শীতলতার প্রভাবে সকলের সন্তাপ দূর করিবে। বাল্যকাল হইতেই শ্রীচন্দ্রবাবা বিরক্তভাব পোষণ করিতেন। যখন-তখন তিনি আপন ইচ্ছানুসারে গৃহ ছাড়িয়া জঙ্গলে চলিয়া যাইতেন এবং সেখানে একান্তে ধ্যানে বসিয়া মগ্ন হইয়া যাইতেন। একাদশ বর্ষ বয়সে চন্দ্রজীর উপনয়ন হয় এবং তখন হইতেই তিনি পণ্ডিত হরিদয়ালুজীর সান্নিধ্যে থাকিয়া বিদ্যাধ্যয়ন করিতেন। অল্প সময়ের মধ্যেই চন্দ্রজী বেদাদি শাস্ত্রাদিতে পারদর্শীতা অর্জন করিয়া লইলেন। তিনি গৃহস্থ সংসারাদিতে বীতরাগ ছিলেন বলিয়া তাঁহার মাতা তাঁহাকে গুরুগৃহে থাকিয়া গুরু আজ্ঞা পালন করিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন। তখন তিনি গুরুজীর নিকট আজ্ঞা লইয়া কাশ্মীরে চলিয়া গেলেন। সেই সময়ে কাশ্মীর এবং কাশীই ছিল বিদ্যা শিক্ষার উচ্চ কেন্দ্রস্থল। এখানে ত্যাগী সন্ন্যাসী বিদ্বানেরা আসিয়া নিবাস করিয়া বিদ্যা অর্জন করিবার সর্বপ্রকারেণ সুযোগ সুবিধা পাইতেন। এখানে গুরু-পণ্ডিত পুরুষোত্তম কৌলজীর নিকট থাকিয়া তাঁহার পূত সান্নিধ্যলাভে শ্রীচন্দ্রজী সম্পূর্ণ জ্ঞান আত্মসাৎ করিলেন। এই ক্ষেত্রে থাকিবার সময় একদিন তিনি শুনিতে পাইলেন যে ভারত প্রসিদ্ধ তপস্বী যোগসিদ্ধ শ্রীঅবিনাসী মুনিজীর তথায় আগমন হইয়াছে এবং তিনি উপদেশ প্রদান করিতেছেন। ইহা শ্রুত হইলে পরে শ্রীচন্দ্রজী উৎসুক হইয়া উঠিলেন এবং শ্রীঅবিনাশী মহারাজের নিকট গিয়া পৌঁছিলেন। শ্রীঅবিনাশী মহারাজের প্রবচন শুনিয়া শ্রীচন্দ্রজী তখন এতই প্রভাবিত হইলেন যে তিনি তাঁহার নিকট চতুরাশ্রম (সন্ন্যাস) দীক্ষা লইলেন। তৎপশ্চাৎ সদ্‌গুরুর নির্দেশে তিনি লোক কল্যাণের কার্য্যে নিমগ্ন হইয়া সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করত সনাতন ধর্মের বিজয় শঙ্খ বাজাইয়া দিলেন। সর্বযোগসিদ্ধ, সর্বশাস্ত্র পারঙ্গম শ্রীচন্দ্রজী তাঁহার আপন শিষ্যদিগকে এই অন্তিম উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন — তিনি বলিলেন, ''মহাত্মাগণ, আপনারা সনাতন বৈদিক ধর্মের যে মহানব্রত গ্রহণ করিয়াছেন প্রাণপণে সেই পবিত্র ধর্মকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবেন। এটিই আমার জীবন-দর্শন।'' সত্যই শ্রীচন্দ্রাচার্য্যজীর অলৌকিক অভিনব নির্মল সাত্ত্বিক বৃত্তি সম্পন্ন জীবন-দর্শন ছিল।

ভগবান শ্রীচন্দ্র সদাই আকাশমার্গে পরিভ্রমণ করিতেন। ইনি অতুল যোগৈশ্বর্য্যের অধিকারী ছিলেন। বহু সিদ্ধ মহাপুরুষগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেন। ইহা ভিন্ন মহারাণা প্রতাপ সিংহ (উদয়পুর), মুঘল বাদশাহ হুমায়ুন, জাহাঙ্গীর প্রমুখ অন্য রাজা-উজিরও তাঁহার পূত দর্শনলাভে ধন্য হইয়াছেন। কথিত আছে বাদশাহ জাহাঙ্গীর শ্রীচন্দ্রজীকে তাঁহার নিকট আমন্ত্রণ করিলে তিনি তাহা অগ্রাহ্য করেন। ইহার ফলে ক্রোধান্বিত বাদশাহ তাঁহাকে বলপ্রয়োগে লাহোর লইয়া যাইতে চাহিলে ভগবান শ্রীচন্দ্র নানক-চকে জাহাঙ্গীর প্রেরিত অধিকারী ফৌজগণকে বলিয়াছিলেন যে

''বাদশাহ কা হাথী হমারী লোঈ (কম্বল) হী নহীঁ উঠা সকতা তো হমে কিস তরহ উঠাকর লাহৌর লে জায়েগা।'' এই প্রকার অত্যদ্ভুত অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাত্মা ছিলেন ভগবান শ্রীচন্দ্রবাবা। তাঁহার জীবনকথা ভাষায় লিখিয়া শেষ করা যায় না।

ভগবান শ্রীচন্দ্রজী বলিয়াছেন — ''এই মায়ার সংসার হইতে ত্রাণ পাইতে হইলে, মুক্তি পাইতে হইলে জীবনে ভক্তি আর জ্ঞান দুটিকেই সাথে সাথে রাখিতে হইবে। 'উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ। তথৈব জ্ঞানকর্মভ্যাং প্রাপ্যতে ব্রহ্ম শাশ্বতম্।।' — অর্থাৎ, যেমন দুটি পক্ষের দ্বারা আকাশে স্বচ্ছন্দে উড়িয়া পক্ষী তাহার বাসায় পৌঁছিয়া যায়, তেমনই জ্ঞান আর কর্মের দ্বারা (ভক্তিরূপী সূক্ষ্ম মানসিক কর্ম) মনুষ্য ব্রহ্ম পর্য্যন্ত গতিলাভ করিতে সক্ষম হয়। ভগবান শ্রীচন্দ্রজী তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়াছেন, ''চেতো নগরী তারো গাম। অলখ পুরুষ কা সিমরো নাম।।'' — তুমি অবিদ্যা নিদ্রায় ঘুমন্ত মনুষ্যগণকে জাগ্রত করো, উঠাও, ঝাঁকুনি দাও, দোলাও এবং বলো কি তাহারা কে? কেন অবস্থান করিতেছে? কোথা হইতেই বা আসিয়াছে? কেন আসিয়াছে? তাহাদের কি করণীয় রহিয়াছে এবং কোথায় যাইতে হইবে; এই বিষয় তাহাদের সত্য দর্শনের মধ্য দিয়া বুঝাইতে হইবে। 'চেতো' শব্দের অর্থ চেতনা জাগ্রত হওয়া। সংসারে কতই না দুঃখ পাইতে হয় মানুষকে। তাই সেই মায়িক ত্রিতাপ জ্বালা হইতে গ্রামে গ্রামে, নগরে-নগরে, ঘরে ঘরে সকল সন্তগণকে ঘুরিতে হইবে এবং মানুষকে জাগ্রত করিয়া চেতনা প্রদান করিতে হইবে। তাহাদের অন্তরে চেতনা জাগ্রত করিয়া বলিতে হইবে সেই অলখ পুরুষ পরমাত্মার নাম সদাই স্মরণ করো অর্থাৎ, 'অলখ পুরুষ কো সিমরো নাম'; পরমাত্মা বিনা জীবের গতি নাই। সেই অলখ পুরুষই হইলেন পরমাত্মা পরমেশ্বর ঈশ্বর বা ভগবান। ভগবানের নাম স্মরণ করো অন্যদের চিত্তকে প্রসন্ন করিয়া, নিজে শান্ত হইয়া অন্যকে শান্তির পথ প্রদর্শন করিয়া জীবন্মুক্ত থাকিয়া অন্য মানুষজনকে জীবন্মুক্তির মার্গ বলিতে হইবে। এইভাবে মায়া-মোহ দ্বারা অজ্ঞান অন্ধকারে অবসন্ন ক্লেশাবদ্ধ মানুষকে অমৃতরূপ আলোকের পথ প্রদর্শিত করিয়া উহাদের মুক্তিমার্গ দেখানোই সাধুদিগের প্রকৃত কর্ম।

শ্রীভগবানের অসংখ্য অবতার হইয়াছে এবং হইবে। ভগবানের অবতার কখনো কখনো মুখ্য হয় আবার কখনো কখনো গৌণ হয়, পুরুষাবতার, গুণাবতার কল্পাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার লীলাবতার আবার কোথাও কোথাও আবেশ অবতারের কথা বলা হইয়াছে। যেমন ভগবান পরশুরাম ছিলেন। তেমনই ভগবান শিবাবতারের মধ্যে শ্রীচন্দ্রাচার্য্যজী হইলেন একজন বিশিষ্ট অবতার সাক্ষাৎ শংকর স্বরূপ ভগবান।

পরবর্তী কল্পে ভগবান শ্রীচন্দ্রজী ''স্বামী প্রণবানন্দ'' রূপে পুনঃ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহাই ভারতবর্ষের মহাত্মাগণের অনুভব। ভারত সেবাশ্রম সঙেঘর প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজী সাক্ষাৎ মার্কণ্ডেয় ঋষির তেজ ছিলেন। ইহা অনুভব করিয়া উদাত্ত কণ্ঠে বলা যায় যে ''যদা যদা হি ধর্মস্যগ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।। পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।'' —(*গীতা ৪-৭-৮*)

— হরি ওম তৎ সৎ —